আগুনের তাতে, ভ্যাপসা গরমে শরীর ক্ষয় করে
বাঙলার রসনা আর বাঙালির অহংকে তৃপ্ত
করে এসেছেন যে মিষ্টান্ন-কারিগরেরা,
তাঁদের সুদক্ষ হাতে।

সূচি

দৃষ্টিমধুর

আলোকচিত্র ১২

এপার বাংলার মিষ্টান্নশিল্প, মিষ্টান্নসংস্কৃতি: প্রাক্‌কথা উৎপল ঝা ২৫

মধুরাক্ষর

শব্দের মৃগয়া: বাঙালীর মিষ্টান্ন সুকুমার সেন ৩৪

বাঙালির মিষ্টান্ন: সংস্কৃতির একদিক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ৪৭

মধু বাতা

এপার বাংলার মিষ্টি-মানচিত্র: একনজরে ৬৪

ক ল কা তা

সুতানুটির মিষ্টান্নশিল্প ৬৮

উত্তর কলকাতার সনাতনী মিষ্টি ৭২

উত্তর কলকাতার সনাতনী মিষ্টি: সংযোজনী ৭৮

হাল্‌ওয়া: ধর্মপাঁচিলের ওধারে কলকাতার সংখ্যালঘু মিষ্টি ৮১

উ ত্ত র ২ ৪ প র গ না

আঙুলে গজা, মাখা সন্দেশ আর অন্য রসগোল্লার গল্প ৮৬

দক্ষিণ ২ ৪ প র গ না

বহড়ু কিংবা জয়নগরের মোয়া ৯৩

হু গ লি

মনোহরা সমভূম ৯৮

হা ও ড়া

অনির্বচনীয় চৈতন্যভোগ ১০৫

ন দি য়া

রসের সাগর হেরি ১০৮

বাঁ কু ড়া ও ব র্ধ মা ন

কোথাও নাম কৃষ্ণমোহন, কোথাও শুধুই মেচা ১১৯

বী র ভূ ম

মুরাব্‌বা থেকে মোরব্বা ১২৪

মুর্শিদাবাদ

...এবং ছানাবড়া ১২৭

আঁখিয়া, আন্দোসা, পাকান:
মুর্শিদাবাদের ঘরোয়া মিষ্টি ১৩১

উ ত্ত র ব ঙ্গ

রসকদম্ব, কানসাটের মালদা ১৩৬

প্রেমেরডাঙ্গার মণ্ডা, বর্ণি চালের পিঠা ১৪১

মধুরেণ

তর্ক, বিতর্ক, রসগোল্লা হরিপদ ভৌমিক ১৫৩

দধিমঙ্গল রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৫৯

বিলুপ্তপ্রায় মিষ্টির খোঁজে সুবীর ভট্টাচার্য ১৬২

কিরণলেখা রায়ের জল খাবার:
শতাব্দীপ্রাচীন অভিজ্ঞতা দীপঙ্কর ঘোষ ১৭২

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়-প্রণীত মিষ্টান্ন-পাক সূচিপত্র ১৭৭

রাতাপি ‘বিদ্যেসাগরী পাক’-এর সন্দেশ—বহিরঙ্গে কড়া, অন্তরে কোমল! কলকাতা।

একটু নাক-উঁচু সন্দেশ *আবার খাব*, বাংলা গল্প-উপন্যাসে এর উল্লেখ প্রচুর। কলকাতা।

নাখুদা মসজিদ এলাকার রইসি মিষ্টি *আফ্‌লাতুন*। কলকাতা।

একই এলাকায় আমজনতার পছন্দের *মাসকাট/ করাচি* বা *বম্বে হাল্‌ওয়া*। কলকাতা।

বাঙালির মিষ্টান্ন: সংস্কৃতির একদিক

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে আমিষ ও নিরামিষ তরিতরকারির তালিকা সুবৃহৎ, কিন্তু মিষ্টান্ন সে অনুপাতে নিতান্তই অপ্রচুর। আজকের ময়রার দোকানের শো-কেসে যেসব খাবার সাজানো থাকে, যেগুলি আমাদের প্রতিদিনের জলখাবার হিসেবে অথবা নৈমিত্তিক বিবাহাদি উৎসবে অতিথি বন্ধুবান্ধবদের আপ্যায়ন উপলক্ষ্য ব্যবহৃত হয়, সেগুলির মধ্যে পুরাতন কালের স্মৃতিচিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না।

সন্দেশ ও রসগোল্লা বঙ্গীয় রসনা-সংস্কৃতির দুটি অতুলনীয় এবং ঐতিহাসিক অবদান সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-ইতিহাস কত দিনের? সন্দেশের বয়স কত? সন্দেশকে প্রাচীন সাহিত্যে পাই, কিন্তু সে যে ছানারই সন্দেশ তার প্রামাণিক সাক্ষ্য এখনও পাচ্ছি না। তবে ছানার মিষ্টান্ন অর্থে সন্দেশ শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে বললে তাকে খণ্ডন করাও কঠিন হবে।

ছানার ব্যবহার অতি প্রাচীনকালে না হলেও মধ্যযুগে বাঙলাদেশে প্রচলিত ছিল। *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ দেখি সুখাদ্যরূপে ছানার আদর ছিল। *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর রচনাস্থল বৃন্দাবন সে কথা মনে রেখেই বলছি। আমার বিশ্বাস, বাঙলাদেশ ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ছানার তেমন চল ছিল না। অম্লরস দিয়ে দুধ কাটিয়ে দুধের বিকার ঘটানোর সম্বন্ধে সামাজিক নিষেধ ছিল। সে নিষেধ শাস্ত্রীয় নয়, সংস্কারগত। ঘন দুধ এবং ঘনতর ক্ষীরের (যাকে খোয়া বলা হয়) সমাদর ছিল। ক্ষীরের তৈরি বিবিধ মিষ্টান্ন ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই ব্যবহৃত হত।

এপার বাংলার বিশিষ্ট মিষ্টি-মানচিত্র: একনজরে

জেলা	শহর	মিষ্টি
কলকাতা	কলকাতা	(স্পঞ্জ) রসগোল্লা
		বিবিধ সন্দেশ
উত্তর ২৪ পরগনা	বসিরহাট	মালপোয়া
	বনগাঁ	কাঁচাগোল্লা
	গাইঘাটা	গুড়ের রসগোল্লা
	গোবরডাঙা	দই
		আঙুলে গজা
	হাবড়া	রসগোল্লা
		কালাকাঁদ
	বারাসাত	মালাইচপ
		ক্ষীরের সিঙাড়া
		দই
		মাখা সন্দেশ
	পানিহাটি	রামচাকি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	জয়নগর/বহড়ু	মোয়া

ক ল কা তা/৪

ধর্মপাঁচিলের ওধারে কলকাতার সংখ্যালঘু মিষ্টি

এটাই কি যথেষ্ট লজ্জার নয় যে মুসলমান সংস্কৃতিতে প্রচলিত মিষ্টি নিয়ে আলাদা করে একটি নিবন্ধ লিখতে হচ্ছে, যখন 'হিন্দু মিষ্টি' বলে আলাদা কোনও উল্লেখ করার দরকার পড়ছে না? তার কারণ, আমরা এটাই ধরে নিয়েছি যে 'বাংলার মিষ্টি' সম্পূর্ণত হিন্দু বাঙালিরই ঐতিহ্য। মিষ্টির মধ্যে হিন্দু-মুসলমান এসে পড়ায় কারও ভুরু কুঁচকাতেই পারে, কিন্তু আমরা-ওরার এহেন বিভাজনের জন্মই তো দিয়েছে বাংলার সংস্কৃতিকে একরৈখিক হিন্দু দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রবণতা। সুকুমার সেন মশাইয়ের মতো পণ্ডিত মানুষও নির্দ্বিধায় লিখে বসেন "খেজুর রস থেকে গুড় তৈরি করা আমাদের জানা ছিল না। এ জ্ঞান **আমরা** পেয়েছি মুসলমানদের কাছ থেকে। তাই এখনও **দেবপূজায়** খেজুর গুড়ের নৈবেদ্য প্রায়ই চলে না"। 'আমরা' মানে? হিন্দুরা। 'দেবপূজা' মানে? হিন্দু দেবতার পূজা। এখানে মুসলমানের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা করা হচ্ছে তাঁদের অপর হিসাবে গণ্য করেই। অর্থাৎ ধরেই নেওয়া হচ্ছে, মিষ্টির এবং মিষ্টি-বিষয়ক লেখার রসগ্রহীতারা হবেন হিন্দু, বাংলার সকল মানুষ নন। সংখ্যালঘুর সংস্কৃতিকে মূলধারায় *ইনক্লুশন*-এর প্রশ্নটি অবহেলিতই থেকে যাচ্ছে। সুতরাং ঘরের পাশের মানুষজনের মধ্যে প্রচলিত মিষ্টিও মিষ্টান্নবিষয়ক আলোচনায় প্রান্তিক হয়েই থাকছে।

অথচ পুরো কলকাতা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, শুধু চিৎপুর অঞ্চলের কলুটোলা, ফিয়ারস লেন, মওলানা শওকত আলি স্ট্রিট বা রবীন্দ্র সরণিতে একঘণ্টা পায়ে হাঁটলেই কলকাতার সংখ্যাগুরু মিষ্টান্নভাণ্ডারগুলিতে অপ্রচলিত